[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ইন্দোনেশিয়ায় ৬.৯ মাত্রার ভূমিকম্প

ইন্দোনেশিয়ার পূর্বাঞ্চলে শুক্রবার একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। তবে এতে সুনামির কোন সতর্কতা জারি করা হয়নি এবং তাৎক্ষণিকভাবে হতাহত বা ক্ষয় ক্ষতির কোন খবর পাওয়া যায়নি। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা একথা জানিয়েছে।

ওই সংস্থা জানায়, সমুদ্র তলদেশের এ ভূমিকম্প সুলাওয়েজি দ্বীপের কাতাবুর প্রায় ২২০ কিলোমিটার দক্ষিণে ভূপৃষ্ঠের ৬শ’ কিলোমিটারেরও বেশি গভীরে আঘাত হানে।

খবরে বলা হয়, বন্দা সমুদ্রে ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল থেকে কয়েকশ’ কিলোমিটার দূর থেকেও এটি অনুভূত হয়। ভূপৃষ্ঠের গভীরে আঘাত হানা যেকোন ভূমিকম্পের চেয়ে ভূপৃষ্ঠের স্বল্প গভীরে আঘাত হানা ভূমিকম্পের ক্ষতির প্রবণতা অনেক বেশি থাকে। ইউএসজিএস জানায়, ফলে এতে হতাহত বা ক্ষতির সম্ভাবনা অনেকটা কম রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া সংস্থা জানায়, ‘এ ভূমিকম্পের ঘটনায় এখন পর্যন্ত আমরা ক্ষয়ক্ষতির কোন খবর পায়নি।’ উৎপত্তি কেন্দ্রের একেবারে দক্ষিণের কুপাং থেকে এএফপি’র এক প্রতিবেদক জানান, শক্তিশালী এ ভূমিকম্পের আঘাতে ঘরবাড়ি কেঁপে উঠলে সেখানের বাসিন্দারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়।

অবস্থানগত কারণে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বারবার ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ২০১৮ সালে সুলাওয়েসি দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্পে এবং এরফলে সৃষ্ট সুনামিতে ৪ হাজার ৩শ’র বেশি মানুষ প্রাণ হারায় বা নিখোঁজ হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৫।

২০০৪ সালে সুমাত্রা উপকূলে রিখটার স্কেলে ৯ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প এবং সৃষ্ট ভয়াবহ সুনামির ঘটনায় এ অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে ২ লাখ ২০ হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এতে ইন্দোনেশিয়ার প্রায় ১ লাখ ৭০ হাজার মানুষ নিহত হয়। সূত্র: এএফপি

সূত্র- ইত্তেফাক

[redacted]

[redacted]

ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা এবং ১৫ আগস্টের হত্যাযজ্ঞে শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

২১ আগস্টের হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক এবং মরহুম রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণীসহ ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন এবং ৫০০ বেশি লোক আহত হয়েছেন। আহতদের অনেকেই সারাজীবনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়ালার অশেষ রহমতে তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লীগের প্রথম সারির অন্যান্য নেতারা কোনরকমে প্রাণে রক্ষা পান। বাসস

সমুদ্র বন্দরসমূহে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত

উপকূলীয় এলাকা ও সমুদ্রবন্দর সমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। তাই দেশের সকল সমুদ্রবন্দরসমূহে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত বহাল রয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্রের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুক্রবার জানিয়েছে, উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি বর্তমানে ভারতের বিহার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন অবস্থান করছে। এর প্রভাবে উত্তর বঙ্গোপসাগরে মৌসুমী বায়ু সক্রিয় রয়েছে এবং বায়ুচাপ পার্থক্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্রবন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

বিজ্ঞপ্তিতে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, পায়রা ও মোংলা সমুদ্রবন্দরসমূহকে ৩ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। সুস্পষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে উপকূলীয় জেলা চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, নোয়াখালী, লক্ষ্মীপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল,

পিরোজপুর, বাগেরহাট, খুলনা, সাতক্ষীরা এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চরসমূহের নিম্নাঞ্চল স্বাভাবিক জোয়ারের চেয়ে ১ থেকে ২ ফুট বায়ু তাড়িত জোয়ারের পানিতে প্লাবিত হতে পারে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি এসে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে। সেই সাথে তাদেরকে গভীর সাগরে বিচরণ না করতে বলেছে আবহাওয়া অফিস।

সূত্র- ইত্তেফাক

এখনো গ্রেনেডের দুঃসহ কষ্ট সয়ে যাচ্ছেন অনেকে

২০০৪ সালের ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলায় আহতরা ভালো নেই। অনেকে এখনো গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন। মানবেতর জীবন যাপন করছেন তারা। গ্রেনেডের স্প্লিন্টারে কেউ হারিয়েছেন চোখ, কারো গেছে চলার ক্ষমতা, কেউ হারিয়েছেন শ্রবণশক্তি। অনেকে প্যারালাইসড হয়ে হুইলচেয়ারে চলাফেরা করছেন, অনেকের জীবনে এখন ক্র্যাচই চলাফেরার নিত্যসঙ্গী।

আবার কারো সারা জীবনের সঙ্গী হয়েছে অসহ্য যন্ত্রণা। ১৬ বছর পরও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের যন্ত্রণায় রাতে ঠিকমতো ঘুমাতে পারেন না তারা। সেদিনের পরে আহতদের অনেকেই আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারেননি। কেউ কেউ শরীরে বহন করে চলেছেন শত শত স্প্লিন্টার।

ঐ গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী আহত হন। পঙ্গুত্ব নিয়ে বেঁচে থাকার কথা জানান মহিলা আওয়ামী লীগের নেত্রী ও জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য নাসিমা ফেরদৌসী। তিনি বলেন, ‘পঙ্গুত্বের জীবন যে কী কষ্টের, কী যে ভয়াবহ, সে কথা পঙ্গু না হলে জানা যায় না। আমার সুন্দর জীবনটা হারিয়ে গেছে। জোড়াতালি দেওয়া হাত-পা নিয়ে বেঁচে আছি। মাথা, বুক, দুই পা, পেট—সর্বাঙ্গে বিঁধে আছে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার।

অনেকটা মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করেই চলছি।’

দলের অনেক সিনিয়র নেতাও গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করে প্রতিদিন দলীয় কর্মকাণ্ডে অংশ নিচ্ছেন, নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন দলের। আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কৃষিবিদ আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম। তিনিও ২১শে আগস্ট ভয়াল গ্রেনেড হামলায় মারাত্মক আহত হয়েছিলেন। দেশ-বিদেশে চিকিত্সার পর এখনো সর্বাঙ্গে অসংখ্য ঘাতক স্প্লিন্টার বিঁধে রয়েছে। তিনি বলেন, ‘দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়েই আমার দিন কাটছে। অমাবস্যা ও শীতকাল এলে যন্ত্রণা আরো বেড়ে যায়।’

বর্বরোচিত সেই গ্রেনেড হামলায় গুরুতর আহত হন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন। ইত্তেফাকের সঙ্গে আলাপকালে এস এম কামাল হোসেন বলেন, এখনো ১০ থেকে ১২টি স্প্লিন্টার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি।

১ হাজার ৮০০ স্প্লিন্টার দেহের মধ্যে নিয়ে বেঁচে আছেন মাহবুবা পারভীন। তিনি জানান, মাথার দুটি স্প্লিন্টার তাকে খুব জ্বালায়। সুঁইয়ের মতো হুল ফোটায়। যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একবার নিজেই ব্লেড দিয়ে খুঁচিয়ে স্প্লিন্টার বের করার চেষ্টা করেছিলেন মাহবুবা। পরে জায়গাটায় ঘা হয়ে যায়। নিয়মিত ওষুধ খেয়ে ব্যথাটা দমিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। যন্ত্রণা যখন সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন হাসপাতালে ছোটেন। মাঝেমধ্যে তিনি পাগলের মতো চিত্কার করে আবোল-তাবোল বলেন।

আহতদের একজন বর্তমান ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান। কিডনি, অণ্ডকোষ, রক্তনালিসহ তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে এখনো ৫৮টি স্প্লিন্টার রয়েছে। শরীরে থাকা স্প্লিন্টারের যন্ত্রণার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘সবকিছু ফেলে দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে। শুধু ওদেরই (গ্রেনেডের স্প্লিন্টার) সঙ্গে নিয়ে যাব।’ শারীরিকভাবে আহত হওয়ার পাশাপাশি মানসিক ট্রমা প্রসঙ্গে শেখ বজলুর রহমান বলেন, ‘সেই ভয়াল স্মৃতি আর মনে করতে চাই না।’

২১শে আগস্ট শেখ হাসিনা যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন, সেই ট্রাকের পেছনে ছিলেন পুরান ঢাকার মাজেদ সরদার রোডের বাসিন্দা স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেত্রী রাশিদা আক্তার রুমা। গ্রেনেডের আঘাতে ১৮টি দাঁত পড়ে যায় তার। ডান পা পচতে পচতে হাড়ে লেগেছে। এখন পচতে শুরু করেছে বাম পা। গ্রেনেড হামলার পর মরার মতো পড়ে ছিলেন।

মারাত্মক আহত রাশিদাকে যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন তাকে মৃত ভেবে কেউ একজন চাদর দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছিলেন। রাশিদাকেও হামলার কয়েক দিনের মাথায় কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়। তাকে রক্ত দিতে হয়েছিল ২০ ব্যাগ। পায়ে হেঁটে সমাবেশস্থলে গিয়েছিলেন, কলকাতা থেকে দেশে ফেরেন হুইলচেয়ারে।

গ্রেনেডের স্প্লিন্টারের অসহ্য যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছেন আসমা জেরিন ঝুমুও। গ্রেনেড হামলায় আহত হয়েছিলেন সাবেক রাষ্ট্রপতি প্রয়াত জিল্লুর রহমান, প্রবীণ নেতা আমির হোসেন আমু, প্রয়াত আবদুর রাজ্জাক, প্রয়াত মোহাম্মদ নাসিম, প্রয়াত মোহাম্মদ হানিফ, ওবায়দুল কাদের, শেখ ফজলুল করিম সেলিম, প্রয়াত সাহারা খাতুন, আবদুল লতিফ সিদ্দিকী, ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর, কাজী জাফর উল্লাহ, পংকজ দেবনাথ, সাঈদ খোকন, নজরুল ইসলাম বাবু, শাহিদা তারেক দিপ্তী, উম্মে রাজিয়া কাজল, আবুল হোসেন মোল্লা, মামুন মল্লিক, কাজী মোয়াজ্জেম হোসেইন, হামিদা খানম মনিসহ পাঁচ শতাধিক নেতাকর্মী।

সূত্র- ইত্তেফাক

আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত

আরও ১০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রাথমিক লাইসেন্স দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সেগুলো হল ঢাকার পাশে নবাবগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, টাঙ্গাইলের ভূঞাপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নওগাঁর সাপাহার অর্থনৈতিক অঞ্চল, দিনাজপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল, চট্টগ্রামের সন্দ্বীপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সুনামগঞ্জের ছাতক অর্থনৈতিক অঞ্চল, পাবনার বেড়া অর্থনৈতিক অঞ্চল, বরিশালের চরমেঘা অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং মানিকগঞ্জের শিবালয় অর্থনৈতিক অঞ্চল।

চীন থেকে প্রত্যাহার হওয়া বিনিয়োগের পাশাপাশি অন্য দেশ থেকে বিনিয়োগ আনার বিষয়ে কী করণীয়, তা নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) সপ্তম গভর্নিং বোর্ডের সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ টানতে বিশ্বের অন্যান্য দেশ কী কী প্রণোদনা ঘোষণা করেছে, বাংলাদেশ কী করতে পারে—এসব দিক বিচার-বিশ্লেষণ করতে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় গভর্নিং বোর্ডের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় কমিটি গঠন ছাড়াও আরও কয়েকটি সিদ্ধান্ত হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ইস্ট-ওয়েস্টসহ কয়েকটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল।

জানা গেছে, দেশের সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগকারীদের জমি ইজারা দেওয়ার পর সরকার নতুন একটি এসআরও জারি করে বলছে, জমির ইজারা মূল্যের ওপর এখন থেকে ১৫ শতাংশ হারে ভ্যাট দিতে হবে ব্যবসায়ীদের। বৃহস্পতিবারের গভর্নিং বোর্ডের সভায় সংসদ সদস্য সেলিমা আহমাদ ১৫ শতাংশ ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান। সভায় তিনি বলেন, এমনতিই দেশে বিনিয়োগ স্থবির হয়ে আছে। করোনা মহামারীর কারণে বিনিয়োগ পরিস্থিতি আরও খারাপ।

নতুন করে জমির ইজারা মূল্যের ওপর ১৫ শতাংশ ভ্যাট বসানো হলে ব্যবসায়ীদের খরচ বেড়ে যাবে। করোনার এই সময়ে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান তিনি। এই ভ্যাট বসানোর যৌক্তিকতা এবং তা প্রত্যাহার করা যায় কি না এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমেদ কায়কাউসকে প্রধান করে গঠিত কমিটিতে আলোচনার সিদ্ধান্ত হয় বলে বৈঠক সূত্রে জানা গেছে।

বৈঠক সূত্রে আরও জানা গেছে, করোনা মহামারী-পরবর্তী সময়ে বিনিয়োগকারীদের জন্য কী ধরনের প্রণোদনা দেওয়া যায়, তা নিয়ে বেজা থেকে একটি প্রণোদনা প্যাকেজের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। সেখানে দেখানো হয়েছে, বাংলাদেশে করপোরেট করের হার বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় বেশি। যেমন—ভারতে করোনার সময়ে করপোরেট করের হার ২২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৭ শতাংশ করা হয়েছে। চীনে এখন করপোরেট করের হার ২৫ শতাংশ।

এ ছাড়া ভিয়েতনামে ২০ শতাংশ, থাইল্যান্ডে ২০, যুক্তরাজ্যে ১৯, সিঙ্গাপুরে ১৭, যুক্তরাষ্ট্রে ২১, জাপানে ২৩, মালয়েশিয়ায় ২৪ এবং

আপডেট: গাংনীতে চাকরি না পেয়ে টাকা ফেরতের দাবিতে অনশন

১৫ লক্ষ টাকা দিয়েও চাকরী পাননি গৃহবধু মৌমিতা খাতুন পলি। গাংনী পৌরসভায় সহকারি কর আদায়কারি পদে চাকরীর জন্য মেয়র আশরাফুল ইসলামের কাছে টাকা দেন তিনি। তিন বছর অস্থায়ীভাবে কাজ করানোর পরও তাকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। ফলে টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য অনশনে বসেছেন ওই গৃহবধু।

বৃহষ্পতিবার সকাল থেকে উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে অনশন শুরু করেন তিনি। পরে রাতে ওসির আশ্বস্তায় অনশন ভাঙেন পলি। তবে পৌর মেয়র জানান, চাকরীর জন্য নয়, জমি ক্রয়ের জন্য টাকা দিয়েছিলেন গৃহবধুর স্বামী।

গাংনী পৌর সভার শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিনের মেয়ে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন জানান, তিন বছর যাবৎ গাংনী পৌরসভায় সহকারী কর আদায়কারী হিসেবে অস্থায়ীভাবে চাকুরী করেছি। চাকুরি স্থায়ীকরণের জন্য পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামকে ১৫ লক্ষ টাকা দেয়া হয়। উক্ত পদে চুড়ান্ত নিয়োগের জন্য ১৯/০৫/২০১৮ ইং তারিখে তৎকালীন সময়ে ভারপ্রাপ্ত মেয়র নবীর উদ্দিনের স্বাক্ষরিত একটি নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহন করেন। কিন্তু ওই পদে পলিকে নিয়োগ না দিয়ে মেহেরপুরের একটি মেয়েকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

চাকরী না পাওয়ায় মেয়রকে দেয়া ১৫ লক্ষ টাকা ফেরত চাইলে তিনি আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী ও অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। পলি অভিযোগ কেও আরো জানান, মেয়র আশরাফুলের হাতে ৬ লাখ ৯০ হাজার টাকা প্রদান করার পর তিনি একটি মামলায় জেল হাজতে যান। পরে জেলগেটে দেখা করার পর তিনি তার স্ত্রী জেলা পরিষদের সংরক্ষিত মাহিলা সদস্য শাহানা ইসলাম শান্তনা’র ব্যাংক হিসেবে ৮ লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করি।

এ বিষয়ে পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানান, আমি মৌমিতা খাতুন পলিকে

চাকুরী দেওয়া বলে কোন টাকা গ্রহণ করিনি। তবে সে অস্থায়ীভাবে সহকারী কর আদায় কারী হিসেবে কিছুদিন পৌর সভায় কাজ করেছিল। তবে পৌরসভার কাছে তার কোন দেনা পাওনা নাই।

তিনি আরো বলেন, পলি যে টাকার বিষয়ে বলতে চাচ্ছে সেটা হলো তার স্বামী মোমিন শিশিরপাড়া গ্রামে আমার দেড় বিঘা জমি কেনার জন্য আমাকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা দিয়েছিল। সে জমি পলি’র পিতা বর্তমানে চাষাবাদ করছে। পলি আমাকে জানায়, জমি তারা কিনবে না তবে টাকা যেন তার হাতে ফেরত দেওয়া হয়। আমি টাকা নিয়েছি পলির স্বামী মোমিনের নিকট থেকে তাই মমিনের হাতে টাকা ফেরত দেওয়া হবে। এ জন্যই মৌমিতা খাতুন আমার মান ক্ষুন্ন করার জন্য চেষ্টা করছে।

বিকালে অনশনকারি মৌমিতা খাতুন পলির অনশনের বিষয়ে যুক্তি খণ্ডন করে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, মৌমিতা খাতুন পলির পিতা শিশিরপাড়া গ্রামের শাহাবুদ্দিন ওরফে বাহুদুর আমার অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তার বাড়ির সামনে হাফিজুলের বাড়ির সামনে আমার ৪০ শতাংশ জমি আছে। আমার উক্ত জমির ৫ কাঠা বিক্রি করার জন্য দামাদামি করি। উক্ত ৫ কাঠা জমির মূল্য নির্ধারণ করা হয় ১৫ লাখ টাকা।

জমি বিক্রি করার জন্য মৌমিতা খাতুন পলির কথিত স্বামী মোমিন টাকা দিয়েছিলেন। চাকরির জন্য নয়। মোমিনকে সাথে নিয়ে স্বামী পরিচয়ে আমার সাথে জমির দামাদামি করেন। মোমিন আমার স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্টে তিনটি রশিদের মাধ্যমে ৮লাখ ১০ হাজার টাকা জমা করেন। বাদবাকি টাকা তিনি জমি রেজিস্ট্রির সময় পরিশোধ করার কথা বলেন। কিন্তু মোমিনের সাথে মৌমিতা খাতুন পলির বনাবনিত না হওয়ায় তাকে ছেড়ে চলে যায়। পরে মৌমিতার স্বামী মোমিন জমি ক্রয় করবেনা বলে আমার সাথে টাকা ফিরিয়ে নিয়ে নেয়।

মেয়র আশরাফুল ইসলাম, আরও বলেন, মোমিনের জমাকৃত টাকা আমি মোমিনকে ফেরত দিয়েছি। মোমিন এসে বলুক তবে আমি টাকা দেব। এছাড়া মোমিন টাকা নিয়ে আমাকে লিখিত দিয়ে গেছেন। আমার দেড় বিঘা জমি মৌমিতার বাবাকে আবাদ করার জন্য বিনা খরচায় আবাদ করে খেতে দিয়েছি। আমার জমিটাও তারা অন্যের কাছে বন্দোক রেখেছেন।

মৌমিতা খাতুন পলির অনশনের খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার বিকালে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে এলাকাবাসীদেও উপস্থিতিদের বিভিন্ন যৌতিকতা তুলে ধরেন। এ সময়

তিনি বলেন আমাকে রাজনৈতিক ভাবে পরাজিত করতে প্রতিপক্ষরা এমন ইন্ধন জুগিয়েছেন।

প্রতিপক্ষরা যে প্রকার ইন্ধনই দিয়ে থাকুক না কেনো তা ফলপ্রসূ হবেনা কারণ টাকা দিয়েছেন তার স্বামী মোমিনুল ইসলাম মোমিন।

এ সময় গাংনী পৌর ২ নং ওয়ার্ড় কাউন্সিলর মিজানুর রহমান বলেন, আমি তাদের প্রতিবেশি ও একজন জন-প্রতিনিধি টাকা পয়সার ব্যাপারে আমাকে জানায়নি। অন্যেও মুখ থেকে শুনেছি তবে মৌমিতা খাতুন পৌর সভায় কাজ করতেন এবিষয়টি আমি জানি।

গাংনী থানার ওসি মোঃ ওবাইদুর রহমান বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে গাংনী উপজেলা পরিষদ শহীদ মিনারে উপস্থিত হয়ে অনশনকারিদের অভিযোগ সুরাহা করার আশ্বাস দেন এবং তাদের নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে বিষয়টি নিয়ে পৌর মেয়রের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সুরাহা করবেন বলে অনশন ভঙ্গ করার অনুরোধ জানান।

সেই সাথে এলাকাবাসীরাও তাদের অনশন ভঙ্গ করতে অনুরোধ জানান। তবুও অনশন কারিরা তাদের সিদ্ধান্তে অনড় অবস্থায় রয়েছেন। টাকা না দিলে তারা অনশন ভঙ্গ করবেননা বলে জানান।

আলমডাঙ্গায় গাছের সাথে বেঁধে বুদ্ধি প্রতিবন্ধিকে পৈশাচিক নির্যাতন, দুই আটক

পৌনে চার বছরের শিশু কন্যাকে ধর্ষণ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধিকে দিনের বেলায় গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। ১২ আগস্ট বাড়ি ভর্তি প্রতিবেশীদের সামনে দীর্ঘক্ষণ ধরে প্রতিবন্ধী আব্বাস উদ্দিনকে বেধড়ক পেটানো হয়। এরপর প্রতিবন্ধীর স্ত্রী ও ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সামনেই গাছের সাথে বেঁধে তাকে আবারও পেটানো হয়। সবশেষে পুলিশের হাতে তুলে

দাঁড়িয়ে জামাল মোবাইলে কারো সাথে কথা বলতে থাকে। এরপরই পুলিশ গিয়ে আব্বাস আলীকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। তার নামে মামলাও হয়। সেই মামলায় প্রতিবন্ধী আব্বাস আলী এখনও জেলে রয়েছে।

তবে কয়েকজন প্রতিবেশী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ধর্ষণের ঘটনাটা ঠিক নয়। মিথ্যাভাবে এটা সাজানো হয়েছে। কেন সাজানো হয়েছে জানতে চাইলে তারা বলেন, আব্বাস বুদ্ধি প্রতিবন্ধী। তবে তার স্ত্রীর বুদ্ধি অনেক ভাল। আব্বাস বেশীরভাগ সময় স্ত্রীর সাথে সাথেই লেগে থাকে। প্রতিবেশী অনেকের কুমতলব থাকতে পারে। সেটা হাসিল করতে না পেরে আব্বাস আলীকে হয়ত মারপিঠের অজুহাত খোঁজা হচ্ছিল।

এদিকে, নির্যাতনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় অভিযুক্ত জামাল ও নাসিরকে আটক করেছে পুলিশ। তাদেরকে শুক্রবার আদালতে সোপর্দ করা হবে।

মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা থানার এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ধর্ষণের অভিযোগে আব্বাস আলী জেলে রয়েছেন। আবার গাছের সাথে বেঁধে নির্যাতনের ঘটনায় আরও আলাদা একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় জামাল ও নাসিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এখন দুটি মামলাই চলবে।

প্রতিবন্ধকতার কাছে হার না মানা সিরাজ

এই বাদেম, দেশি বাদেম, চিনা বাদেম, আরও আছে ঝাল-মুড়ি, বারোভাজা। আসেন বসেন ফুইরি গেলি পাবেন না,পরে পস্তাবেন। এভাবেই নানা কৌশলে ক্রেতাদের ডেকে গ্রামের রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করেন এইসব মুখোরোচক খাবার। স্কুলগুলো করোনার প্রাদুর্ভাবে বন্ধ থাকায় তিনি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে তিনি রাধাকান্তপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২১ বছর ধরে ব্যবসা করেছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার রাধাকান্তপুর দক্ষিণপাড়ার হাবেল উদ্দিন এর বড় ছেলে, নাম সিরাজুল ইসলাম। এলাকার লোকজন তাকে সিরাজ চাচা বলেই

চেনেন। বয়সে ৫৮ পেরোলেও উচ্চতাই মাত্র ৪ ফুট। শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিয়ে করলেও সন্তানের মুখ দেখেননি। অভাব অনটনের চেয়েও সবচেয়ে বড় আফসোস কোন সন্তান জন্ম দিতে পারেননি।

ছোট খাটো গঠনের শান্ত স্বভাবের হওয়ায় ছোট বড় সবার কাছে অত্যন্ত প্রিয় মানুষ সিরাজ। প্যাডেল করা ভ্যানের এক কোনে বসে তিনি চালিয়ে যান ক্রেতা সন্তুষ্ট করার কাজ। সিরাজ চাচার মুখোরোচক ঝালমুড়ি খেতে দূর-দূরান্ত থেকেও জোড় হয় মানুষ।

করোনার প্রাদুর্ভাবে স্কুল গুলো বন্ধ থাকায় বিভিন্ন গ্রামের মোড়ে মোড়ে বসে চালিযে যাচ্ছেন ব্যবসা। বয়সের তুলনায় কষ্ট বেশি হলেও থেমে নেই তার পথ চলা। তবে করোনার সময়ে সরকারি বিভিন্ন সাহায্য সহযোগীতা অধিকাংশের ঘরে পৌঁছালেও সিরাজ চাচার ঘরে পৌঁছাইনি কোন সাহায্য।

মেহেরপুর প্রতিদিনকে দেওয়া সাক্ষাতকারে সিরাজ বলেন, আমার গ্রামের স্কুলকে কেন্দ্র করে আমার এই ব্যবসা। শারীরিক অক্ষমতার কারণে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ব্যবসা করতে পারি না। স্কুল চলার সময়ে প্রতি মাসে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার টাকা উপার্জন করে কোন রকমে সংসার চালায়। করোনার কারণে স্কুল প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় আমি এবং আমার পরিবার অসহায়ের মতো দিন কাটাচ্ছি।

লকডাউনে মানুষ ঠিক মত বাসা থেকে বের হতে না পারায় প্রায় তিন মাস ব্যবসা বন্ধ ছিল। কোন কোন দিন একবেলা না খেয়েও কাটিয়েছি। কেউ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। ইউনিয়ন পরিষদে চাল বিতরণ, ত্রাণ বিতরণ হলেও আজ পর্যন্ত আমি পাইনি। এছাড়াও সরকারি কোনো রকম সহায়তা আমার কাছে পৌঁছায়নি। প্রতিবন্ধী ভাতার ব্যবস্থা করে দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে অনেকেই কিন্তু এখনো পাইনি।

জীবনের শেষ প্রান্তে চলে এসেছি বাপু, আর কত দিনই বা বাঁচবো। বাকি জীবনটা বাদাম বিক্রি করেই চালিয়ে দিতে চাই, অনেকটা বেদনার সুরে বললেন সিরাজুল ইসলাম ওরফে সিরাজ চাচা। তিনি আরও বলেন, আমার কোন সন্তান নেই, ভবিষ্যতের চিন্তাও নাই। আল্লাহর কাছে দোয়া করি আমি যেন সুস্থ্য থাকতে পারি।

সিরাজুল ইসলামের স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বলেন, কাচা বাদাম গুলো আমি ভেজে দিই। এছাড়া অন্যান্য আইটেম গুলো আমি তৈরি করে দিই। সে রাস্তায় রাস্তায় বিক্রি করে।

দিন শেষে যা উপার্জন হয় তা দিয়েই চলে আমাদের ছোট্ট সংসার। অভাব অনটনের মধ্যেও দু-বেলা খেয়ে দিন পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সন্তান না থাকায় ভবিষ্যৎ নিয়ে দু:চিন্তা হয়।

স্থানীয় ইউপি সদস্য ইসমাইল হোসেন বলেন, বাদাম বিক্রেতা সিরাজুল ইসলাম কোন রকম ভাতার জন্য আমার কাছে আবেদন করেনি। তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু করবো। সেই সাথে সিরাজুল ইসলাম এর বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করে সরকারি সহায়তা করার চেষ্ট করবো।

মেহেরপুর জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপপরিচালক আব্দুল কাদের বলেন, আগামী অক্টোবর থেকে এই ধরণের ব্যক্তীদের তালিকা তৈরি করা হবে। সিরাজুল ইসলামের নামটি তালিকাভুক্ত করে প্রনোদনার ব্যবস্থা করে দেবো।